সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৩৭
Weekly Booklet: 437

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رضي الله عنه

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বয়ান)

মাওলা আলী এর পরিবারের নাম ৫
ইসলামের প্রথম বাদশাহ ৮
হযরত আমীরে মুয়াবিয়া এর শেষ বাক্য ২২
মাওলা আলী যুদ্ধে সঠিক পথে ছিলেন ২৫

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دامت برکاتہم العالیہ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیّٖنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ (১)

আত্তারের দোয়াঃ হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি "হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ" শীর্ষক এই পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সকল সাহাবী ও আহলে বায়ত عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল বানাও এবং তাকে বাবা-মা সহ বিনা হিসেবে ক্ষমা কর।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

১০০টি চাহিদা পূর্ণ হবে (দরূদ শরীফের ফযিলত)

মহান তাবেয়ী বুযুর্গ, সৈয়দ বংশীয়দের অগ্রদুত হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জা'ফর সাদিক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যেই ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং তাঁর আহলে বায়তের উপর ১০০ বার দরুদ শরীফ প্রেরণ করবে, আল্লাহ পাক তার ১০০টি চাহিদা পূর্ণ করবেন, যার মধ্যে ৭০টি আখিরাতের হবে।

---

১. ২২শে রজব শরীফ ১৪৪৫ এবং ১৪৪৬ হিজরী সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ওরস মুবারক উপলক্ষে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর বয়ান এবং ২৫শে রজব শরীফ ১৪৪৬ হিজরী দস্তারে ফযিলতের উপলক্ষে মাদানী মুযাকারা থেকে সংগৃহীত বিষয়বস্তু একত্র এই পুস্তিকাটি সাজানো হয়েছে।

এই হাদীসে পাকের উপর আমল করার জন্য শেখ সাজায়ি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ সংকলন করে এই হাদীসে পাকের টীকায় উম্মতের সুবিধার্থে লিখেছেন, তা হল:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اَھۡلِ بَیۡتِہٖ۔

(আফদালুস সালাওয়াতি আলা সাইয়্যেদিস সাদাত, পৃষ্ঠা-৬৭)

আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাঁর বিখ্যাত সালাম "মুস্তাফা জানে রহমত পে লাখো সালাম" এ আহলে বায়তের প্রতি ভালোবাসাপূর্ণ সালাম পেশ করেন:

پارہائے صُحف غُنچہائے قُدس
اہلِ بیتِ نُبوّت پہ لاکھوں سلام
خونِ خَیرُ الرُّسُل سے ہے جن کا خَمیر
اُن کی بے لَوث طِینَت پہ لاکھوں سلام
اور جتنے ہیں شہزادے اُس شاہ کے
اُن سب اہلِ مکَانَت پہ لاکھوں سلام
اُن کی بالا شَرافت پہ اعلیٰ دُرود
اُن کی والا سِیادت پہ لاکھوں سلام

পারহায়ে সুহুফ গুঞ্চায়ে কুদস
আহলে বায়তে নুবুওয়াত পে লাখোঁ সালাম
খুনে খায়রুর রুসুল সে হে জিন কা খামির
উন কি বে লাউস তি'নাত পে লাখোঁ সালাম
আওর জিতনে হে শাহযাদে উস শাহ কে
উন সব আহলে মাকানাত পে লাখোঁ সালাম
উন কি বা-লা শারাফত পে আ'লা দরুদ
উন কি ওয়ালা সিয়াদত পে লাখোঁ সালাম

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা ৩০৯-৩১৪)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সৈয়দ বাদশাহ'র সিদ্ধান্ত

পীরে তরিকত, রাহবারে শরীয়ত হযরত সৈয়দ মুহাম্মদ বাকের আলী শাহ সাহেব رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ (সাজ্জাদানশীন আস্তানায়ে আলিয়া কিলিয়ানওয়ালা শরীফ) বলেন: "যে ব্যক্তি সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শানে ত্রুটি বের করে, আল্লাহ পাক তাকে বিলায়ত দান করেন না।"একবার মজলিসে উপস্থিতদেরকে নিজের একটি ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেন: একদিন দশটার সময় এক ব্যক্তির সাথে আমি কথা বলার সময় বলেছিলাম: আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে যে যুদ্ধ করেছিলেন, তাতে তিনি অনেক বাড়াবাড়ি করেছিলেন। এতটুকু বলার সাথে সাথেই আমার মনে হল যে, আমি আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শানে ভুল শব্দ ব্যবহার করেছি, আর এতেই আমার রুহানি ফয়েয বন্ধ হয়ে গেল। সারাদিন পেরেশানীতে কাটল। যখন রাত হল এবং আমি ঘুমিয়ে পড়লাম, স্বপ্নে পুরনো বৈঠক শরীফ (Sitting room) দেখলাম। আমার সম্মানিত আব্বাজান হযরত খাজা নুরুল হাসান শাহ সাহেব খলিফায়ে মাজায হযরত শেরে রাব্বানী কিবলা মিয়াঁ শের মুহাম্মদ শরফপুরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ সারাজীবন এই বৈঠক শরীফে রূহানী সিলসিলা বজায় রেখেছিলেন এবং এখানেই ইন্তেকাল করেছিলেন। স্বপ্নেই কেউ বৈঠক শরীফের দরজায় কড়া নাড়ল, দরজা খুলতেই হঠাৎ প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ভেতরে তাশরীফ আনলেন। তাঁর পেছনে হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং তাঁর পেছনে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ছিলেন। এই তিনজন মনীষী এমনভাবে দাঁড়িয়েছিলেন যে, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ডানপাশে হযরত আলী এবং আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا ছিলেন। প্রিয় নবী

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ চুপচাপ ছিলেন। হযরত আলী رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ রাগান্বিত অবস্থায় আমাকে বললেন: “ঝগড়া আমার ও আমীরে মুয়াবিয়ার সাথে ছিল, এতে তোমার হস্তক্ষেপ করার কী অধিকার আছে?” তিনি এই বাক্যটি তিনবার বললেন। আমি ক্ষমা চাইলাম, কিন্তু কোনো উত্তর পেলাম না। এরপর তিনজনেই তাশরীফ নিয়ে গেলেন। এই ঘটনার ছয় মাস পরেও হযরত কিবলা মিয়াঁ সাহেব শারকপুরী رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ এবং আমার আব্বাজান ও মুরশিদ জনাব হযরত কিলিয়ানওয়ালা শরীফ رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ এর যিয়ারত নসীব হয়নি এবং সব ধরনের রূহানি ফয়েয বন্ধ ছিল। অবশেষে প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত নসীব হল এবং ফয়েযের সিলসিলা (আবার) জারি হয়ে গেল।

(দুশমানানে আমীরে মুয়াবিয়া কা আমলী মুহাসাবা, ১/৩৮০)

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বায়ত! এই ঘটনা দ্বারা বুযুর্গদের বিনয় সম্পর্কে জানা যায়, কেননা আমাদের থেকে যদি এমন কোনো ভুল হয়ে যায়, তবে আমরা কাউকে জানাই না আর এটা হলো আল্লাহওয়ালাদের শান এবং এটাও জানা গেল যে, আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিরা তাঁদের ভুলে অটল থাকেন না। যদি কোনো ওলী আল্লাহ থেকে ভুল বা গুনাহও হয়ে যায় (কেননা তাঁদের দ্বারা গুনাহ হতে পারে, তাঁরা মাসুম (নিষ্পাপ নন), তবে তাঁরা সেই গুনাহের উপর অটল থাকেন না বরং তাওবা করে নেন। আল্লাহ পাক রাব্বুল ইজ্জতের তাঁদের উপর রহমত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

وہ جس سے رُوٹھ جائیں تو رسول اُس سے رُوٹھ جائیں
نبی سے اس طرح کی ہے قرابتِ معاویہ

ওহ জিস সে রুঠ জায়ে তো রাসূল উস সে রুঠ জায়ে
নবী সে ইস তরহা কি হে কারাবাতে মুয়াবিয়া

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ❀❀❀ صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর পরিচিতি

সাহাবীয়ে নবী, ওহী লেখক (অর্থাৎ ওহী লিপিবদ্ধকারী), ইসলামী রাজত্বের প্রথম বাদশাহ হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর মুবারক নাম "মুয়াবিয়া", কুন্নিয়াত "আব্দুর রহমান"। তাঁর উপাধী "نَاصِرٌ لِدِیْنِ الله" অর্থাৎ আল্লাহ পাকের দ্বীনের সাহায্যকারী এবং "نَاصِرٌ لِحَقِّ الله" অর্থাৎ আল্লাহ পাকের হকের সাহায্যকারী।

(তারিখে খামিস, ২/২৯১। সিয়ারু আ'লামিন নুবালা', ৪/২৮৫)

মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর পরিবারে নাম

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমরা সকল সাহাবী ও আহলে বায়ত عَلَیۡهِمُ الرِّضۡوَان কে ভালোবাসি, বরং আমরা তাঁদের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি জিনিসকেও ভালোবাসি। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর নামের ব্যাপারে কিছু আকর্ষনীয় বিষয় শুনুন এবং আনন্দিত হন:

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারক হযরত আল্লামা বদরুদ্দীন মাহমুদ বিন আহমদ আইনী হানাফী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡهِ বলেন: "মুযাবিয়া" নামের ২০ জনেরও বেশি সাহাবীয়ে কিরাম ছিলেন। (উমদাতুল ক্বারী, ২/৬৯, হাদিস নং ৭১) অনেক তাবেয়ীনে কিরাম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর নামও "মুয়াবিয়া" ছিল, বরং মাওলা আলী

শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর পরিবারেও এই নামটি ছিল। যেমনটি মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর সম্মানিত ভাই হযরত সায়্যিদুনা জা'ফর তাইয়ার رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর এক ছেলের নাম আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ, যিনি একজন সাহাবী ছিলেন। তাঁর ছেলের নাম ছিল "মুয়াবিয়া" رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ। (আনসাবুল আশরাফ লি-বুলাযুরী, ২/৩১৯)

ہم نے تو دیکھنی ہے فَقَط نسبتِ نبی　　ہے اُن کے قُرب والوں میں نامِ معاویہ

হাম নে তো দেখনি হে ফাকাত নিসবতে নবী
হে উন কে কুরব ওয়ালো মে নামে মুয়াবিয়া

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পিতা-মাতার ইসলাম গ্রহণ

সাহাবীয়ে নবী, ওহী লেখক হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর সম্মানিত পিতা হযরত আবু সুফিয়ান رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এবং সম্মানিত মাতা হযরত বিবি হিন্দ رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا মক্কা বিজয়ের (৮ম হিজরী) সময় আল্লাহর প্রিয় ও সর্বশেষ নবী, মাক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। (যুরকানি আলাল মাওয়াহিব, ২/৪৪০)

سُبۡحٰنَ الله ! হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর সম্মানিত পিতা সাহাবী, সম্মানিতা মাতা সাহাবিয়্যা এবং তাঁর এক বোন হযরত উম্মে হাবীবা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি "উম্মুল মুমিনীন" হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। আল্লাহ পাক তাদের বরকত সকল মুসলমানকে দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হযরত! জান্নাতী, জান্নাতী

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ ইমাম ইবনে জাওযী رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ এর "اَلْعِلَلُ الْمُتَنَاهِيَة" এর কিতাবে তাঁর সম্পর্কের বিষয়ে বুখারী শরীফের একটি সহীহ হাদীস থেকে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ এর ফযিলত এবং জান্নাতী হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেন: "আল্লাহ পাকের তৌফিকে আমি বলছি: আল্লাহ পাক তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ায় আমাকে এমন একটি সহীহ হাদীস সম্পর্কে অবহিত করেছেন, যা হযরত মুযাবিয়া رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ এর জান্নাতী হওয়ার সাক্ষ্য দেয়, যেমনটি সাহাবিয়্যা হযরত উম্মে হারাম رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا বলেন: আমি নবী করীম صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: আমার উম্মতের সর্বপ্রথম দল যারা সমুদ্রে যুদ্ধ করবে, তারা (জান্নাত) ওয়াজিব করে নিয়েছে। তিনি رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا বলেন: আমি আরয করলাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি কি তাঁদের মধ্যে আছি? অদৃশ্যের সংবাদ প্রদানকারী প্রিয় আ'কা صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তুমি তাঁদের মধ্যে রয়েছে। (বুখারী, ২/২৮৮, হাদীস: ২৯২৪)

আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ এই পবিত্র হাদীসটি লেখার পর বলেন: আর এই বিষয়টি জানা যায় যে, এই যুদ্ধ মুসলমানদের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ এর খেলাফতের সময় হযরত মুয়াবিয়া رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ এর তত্ত্বাবধানে হয়েছিল। (উমদাতুল ক্বারী, ১০/২৪২, ২৯২৪নং হাদীসের পাদটিকা) অতএব প্রমাণিত হল যে, হযরত মুয়াবিয়া رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ সেই ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন, যারা জান্নাতের অধিকারী হয়েছেন এবং তিনি رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ সেই সেনাদলের সেনাপতি (অর্থাৎ কমান্ডার ও প্রধান) ছিলেন। (তা'লিকাতে ইমাম আহলে সুন্নাত আলাল ই'লালিল মুতানাহিয়্যা, পৃষ্ঠা ৫) এটা ছিল তাঁর শান।

ইসলামের প্রথম বাদশাহ

ইমামে আহলে সুন্নাত, সায়্যিদী আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ইসলামের প্রথম শাসক এবং মুহাম্মাদিয়া সাম্রাজ্যের প্রথম বাদশাহ ছিলেন। পবিত্র তাওরাত শরীফে এর দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে যে: "مَوْلِدُهٗ بِمَكَّةَ، وَمُهَاجَرُهٗ بِطَيْبَةَ، وَمُلْكُهٗ بِالشَّامِ" অর্থাৎ সেই সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মক্কায় জন্মগ্রহণ করবেন এবং মদীনায় হিজরত করবেন আর তাঁর (সর্বশেষ নবীর) রাজত্ব সিরিয়ায় হবে। (মুসতাদরাক, ৩/৫২৬, হাদীস: ৪৩০০) (প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাহ্যিকভাবে সিরিয়া রাজত্ব করেননি। ইমামে আহলে সুন্নাত আরও বলেন:) কাজেই আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর বাদশাহী যদিও সাম্রাজ্য হয়, কিন্তু কার? মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৯/৩৫৭)

مُسلّم الثّبوت ہے فضیلتِ معاویہ   عَیاں ہے شمس کی طرح کرامتِ معاویہ

মুসাল্লামুস সুবূত হায় হে ফযিলতে মুয়াবিয়া
আ'য়াঁ হে শমস কি তরহা কারামতে মুয়াবিয়া

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইয়া ইলাহী! আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর ভালোবাসায় যেন জীবন ও মরণ নসীব হয়

সাহাবীয়ে নবী, ওহী লেখক হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর মহান শানে তৃতীয় শতাব্দী থেকে এই পর্যন্ত আরব ও অনারবের অনেক বড় বড় ওলামায়ে কিরাম কিতাব লিখেছেন। কোটি কোটি হাম্বলিদের ইমাম,

হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ দোয়া করেন: হে আল্লাহ পাক আমাকে আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ভালোবাসায় মৃত্যু দান করো।
(শাজারাতুয যাহাব ফি আখবারু মান যাহাবা, ১/২৭০)

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ চারজন বিখ্যাত মুজতাহিদের[১] মধ্যে একজন। তাঁর অনুসারীদেরকে হাম্বলী বলা হয়। তিনি হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ভালোবাসায় আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করছেন যে, আল্লাহ যেন আমাকে আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ভালোবাসায় মৃত্যু দান করেন। (অর্থাৎ জীবন তো তাঁর ভালোবাসায়ই কাটাচ্ছেন, তাঁর ভালোবাসায় ইন্তিকাল হওয়াও চাইতেন। سُبۡحٰنَ اللّٰہ)

হাদীস শরীফে রয়েছে: "اَلۡمَرۡءُ مَعَ مَنۡ اَحَبَّ" অর্থাৎ যে যাকে ভালোবাসে, তার সাথেই তার হাশর হবে। (তিরমিযী, ৪/১৭২, হাদীস: ২৩৯২) নবীর প্রত্যেক সাহাবী এবং পবিত্র আহলে বায়তের সদস্যের প্রতি ভালোবাসা থাকা উচিত। আল্লাহ পাক তাঁদের ভালোবাসায় আমাদেরকে ঈমান ও নিরাপত্তা সহকারে মদীনায় শাহাদাতের সূধা নসীব করুক।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ✿✿✿ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

১. মুজতাহিদ হলেন যার ইলমী যোগ্যতা ও সক্ষমতা এত বেশি যে, কুরআনের ইশারা ও রহস্য বুঝতে পারেন এবং কালামের উদ্দেশ্য অনুধাবন করে মাসআলা বের করতে পারেন, নাসেখ-মানসুখের পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। ইলমে সরফ ও নাহু, বালাগাত ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর পূর্ণ দক্ষতা অর্জিত রয়েছে। আহকামের সকল আয়াত ও হাদীসের উপর তাঁর দৃষ্টি রয়েছে। (আ'লা হযরত থেকে প্রশ্ন-উত্তর, পৃষ্ঠা ৪৪)

মুসলমানের সম্মান রক্ষার ফযিলত

সাহাবীয়ে নবী হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللہُ عَنْہُ বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, "যেই ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করবে, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবেন। এরপর রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই আয়াতে মুবারাকা তিলাওয়াত করলেন:

وَ كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۴۷﴾

(পারা ২১, সূরা রুম: ৪৭)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং আমার বদান্যতার দায়িত্বেই রয়েছে মুসলমানদের সাহায্য করা।

(শরহুস সুন্নাহ, ৬/৪৯৪, হাদীস: ৩৪২২)

এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই মহান বাণীটি খুবই সাধারণ। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের সম্ভ্রম (অর্থাৎ সম্মান) যে কোনো উপায়ে রক্ষা করবে, হোক তা তার সামনে বা তার পেছনে (অর্থাৎ তার অনুপস্থিতিতে), আল্লাহ পাক তাকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। "মুসলমানের সম্মান আল্লাহর খুবই প্রিয়।"

বন্ধুরা! বর্তমানে সাহাবায়ে কিরামের প্রতি অনেক বিদ্রুপ করা হচ্ছে (অর্থাৎ তাঁদেরকে খারাপ বলার লোক সৃষ্টি হয়ে গেছে), ওঠো! এই সকল মনীষীদের (সাহাবায়ে কিরামের) মহত্বের সাড়া জাগাও! দেখো অতঃপর আল্লাহ পাক এবং তাঁর মাহবুব صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে কেমন পুরস্কার পাওয়া যায়। এই মনীষীদের (সাহাবায়ে কিরামের) সমর্থনে কিতাব ছাপানো, বয়ান করা, তাঁদের ফযিলত সম্পর্কে আয়াত ও হাদীস প্রিন্ট করা (অর্থাৎ প্রকাশ করা) সবই আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম।

(এরপর মুফতি সাহেব বিনয়ের সাথে নিজেকে ফকির সম্বোধন করে বলেন:) ফকির একটি পুস্তিকা "হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি একনজর" লিখেছে, যাতে সাহাবায়ে কিরাম বিশেষ করে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর ফযিলত সম্পর্কীত হাদীস ও আয়াত একত্রিত করে তাঁর ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে। এই ক্ষুদ্র খেদমত যেন এই মহান বাণী (অর্থাৎ এইমাত্র যেই হাদীসে পাক বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুসলমানের সম্মান রক্ষা করা সম্পর্কিত, এর) বরকতে কবুল করা হয় এবং আল্লাহ পাক আমার গুনাহ ক্ষমা করে দেন। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৫৬৯)

মুফতি সাহেবকে অনন্য প্রতিদান দেওয়া হলো

হযরত আলহাজ্ব মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ সাহাবীয়ে নবী, ওহী লেখক হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মহত্ত্ব ও শানে কুরআনী আয়াত ও হাদীসে মুবারাকা সম্বলিত যেই মুবারক কিতাব "আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর উপর এক নজর" লিখেছেন, এটি সংক্ষিপ্ত ও অত্যন্ত ঈমান উদ্দীপক কিতাব, প্রত্যেকের পড়া উচিত, اِنۡ شَآءَ اللّٰہ ঈমান তাজা হবে। মুফতি আহমদ ইয়ার খান সাহেব رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ যুক্তিতর্কের বাদশাহ ছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁর উপর কোটি কোটি রহমত বর্ষণ করুক! তিনি সুন্নীদের অনেক বড় মঙ্গলকামনাকারী। মুফতি সাহেবের এই কিতাবের এমন বরকত অর্জিত হয়েছে যে, ব্যস পূর্ণতা লাভ হয়ে গেল। যেমনটি সীরাত লেখকরা লিখেছেন যে, মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ রাসুলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সম্পর্কে কিতাব লেখার জন্য এমন চমৎকার পুরস্কার পেলেন যে, আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর এই প্রিয় সাহাবীর

শান ও মহত্ত্ব বর্ণনা করায় খুবই খুশি হয়েছিলেন। তিনি صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم স্বপ্নে তাশরীফ এনে মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ কে ইরশাদ করলেন: "তুমি আমার সাহাবীর সম্মান বাঁচানোর চেষ্টা করেছ, আল্লাহ তোমার সম্মান বাঁচাবেন।" (হায়াতুল উম্মত, পৃষ্ঠা ১২৭)

لیتا ہوں اس لیے تو میں نامِ معاویہ　　میں ہوں غلام ابنِ غلامِ معاویہ

লেতা হুঁ ইস লিয়ে তো মে নামে মুয়াবিয়া
মে হুঁ গুলাম ইবনে গুলামে মুয়াবিয়া

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বায়ত! দুর্ভাগ্যবশত বর্তমানে এই মহান বাণী: "যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করে, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।" এর উপর আমল খুবই কম। আমাদের সামনে কারো বদনাম করা হলে তবে বদনাম জানার পরও আমরা বদনাম শুনে মাথা নাড়িয়ে থাকি। যখন কোনো মুসলমানের গীবত করা হয়, তখন যদি সম্ভব হয় এবং কোনো ফাসাদ না হয়, তাহলে সেই মুসলমানের সম্মান রক্ষা করা উচিত এবং যে গীবত করছে, তাকে থামানো উচিত। এতে আমাদের জন্য বড় উপকার রয়েছে যে, যেই ব্যক্তি অন্য মুসলমানের সম্মান রক্ষা করবে, আল্লাহ পাক তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب　❀❀❀　صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রথমেই হযরত মুয়াবিয়া رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ এর ফযিলত পড়াতেন

তৃতীয় শতাব্দীর অনেক বড় আলিম, হযরত ইমাম আবু উমর মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহিদ বাগদাদী رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ এর খেদমতে অনেক লোক

দ্বীনি ইলম অর্জন করা এবং ইলমী কথা লেখার জন্য উপস্থিত হতো। তিনি সাহাবীয়ে নবী, হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর ফযিলত সম্বলিত হাদীসে মুবারাকা একত্রিত করে একটি কিতাব তৈরি করেছিলেন। যারাই তাঁর কাছে দ্বীনি ইলম শিখতে আসত, তিনি প্রথমে তাকে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর ফযিলত সম্বলিত কিতাবটি পড়াতেন, তারপর তাকে সেই ইলম শেখাতেন যার জন্য সে উপস্থিত হয়েছিল। (তারিখে বাগদাদ, ৩/১৬০)

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

জাহান্নামের হকদার

বাহারে শরীয়ত প্রণেতা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡهِ লিখেছেন, যার মর্মার্থ ও সারসংক্ষেপ কিছুটা এরূপ: যে ব্যক্তি যেকোনো সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর ব্যাপারে যদি মন্দ আকীদা প্রকাশ করে, অন্তরে মন্দ বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে, সে "مَعَاذَ الله" প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। যদিও সে চার খলিফাকে মানে এবং নিজেকে সুন্নী বলে। (আল্লাহ পাক এর আগে আমাদের ঈমানের উপর দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নাও যে, কোনো সাহাবী বা আহলে বায়ত رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمۡ সম্পর্কে আমাদের অন্তরে কোনো খারাপ কথা জন্ম নেয়।)

তিনি আরও বলেন: সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম বড় ও ছোট (এবং তাঁদের মধ্যে ছোট কেউ নেই) সকলেই জান্নাতী, তাঁরা জাহান্নামের ভাপ (অর্থাৎ সামান্যতম আওয়াজও) শুনবেন না এবং তাঁরা সর্বদা তাঁদের পছন্দসই আকাঙ্ক্ষায় মত্ত থাকবেন, হাশরের সেই মহা আতঙ্ক তাঁদের ব্যথিত করবে না, ফেরেশতারা তাঁদের অভ্যর্থনা জানাবে যে, এটাই হলো

সেই দিন, যার ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হয়েছিল। এই সমস্ত বিষয় পবিত্র কুরআনের বাণী। আল্লাহ পাক “সূরা হাদীদে” সাহাবীদের দু'টি শ্রেণী উল্লেখ করেছেন আর ইরশাদ করেছেন: كُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ (পারা ২৭, সূরা হাদীদ: ১০) (**অনুবাদ:** তাদের সবার সাথে আল্লাহ্ জান্নাতের ওয়াদা করেছেন।)

(বাহারে শরীয়ত, ১/২৫৪)

যখন প্রত্যেক সাহাবীর সাথে কল্যাণের ওয়াদা করা হয়েছে, তখন স্পষ্টতই বোঝা (Understood) যায় যে, কল্যাণের ওয়াদায় জাহান্নামের আযাব অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না, বরং জান্নাতই পাবে। এই কারণেই আমাদের স্লোগান হল:

ہر صحابیِ نبی! جنّتی جنّتی　　سب صحابیات بھی! جنّتی جنّتی
چار یارانِ نبی جنّتی جنّتی　　حضرتِ صدّیق بھی جنّتی جنّتی
اور عمر فاروق بھی جنّتی جنّتی　　عثمانِ غنی جنّتی جنّتی
فاطمہ اور علی جنّتی جنّتی　　ہیں حسن حُسین بھی جنّتی جنّتی
والدینِ نبی جنّتی جنّتی　　ہر زوجۂ نبی جنّتی جنّتی
اور ابوسُفیان بھی جنّتی جنّتی　　ہیں معاویہ بھی جنّتی جنّتی

হার সাহাবীয়ে নবী! জান্নাতী জান্নাতী　　সব সাহাবিয়াত ভী! জান্নাতী জান্নাতী
চার ইয়ারানে নবী! জান্নাতী জান্নাতী　　হযরতে সিদ্দীক ভী! জান্নাতী জান্নাতী
আউর ওমর ফারুক ভী! জান্নাতী জান্নাতী　　উসমানে গণী! জান্নাতী জান্নাতী
ফাতিমা আউর আলী! জান্নাতী জান্নাতী　　হে হাসান হুসাইন ভী! জান্নাতী জান্নাতী
ওয়ালেদাইনে নবী! জান্নাতী জান্নাতী　　হার যাওজায়ে নবী! জান্নাতী জান্নাতী
আউর আবু সুফিয়ান ভী! জান্নাতী জান্নাতী　　হে মুয়াবিয়া ভী! জান্নাতী জান্নাতী

(ওয়াসাইলে ফিরদৌস, পৃষ্ঠা-৫৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রশংসা (ঘটনা)

ওহী লেখক, সাহাবীয়ে নবী জনাবে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর দরবারে এক ব্যক্তি একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলো, তখন তিনি বললেন: হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে জিজ্ঞেস করো, তিনি আমার চেয়ে বেশি জানেন, সে আরয করল: আমার নিকট আপনার উত্তর হযরত আলীর উত্তর থেকে বেশি পছন্দ। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: তুমি খুবই খারাপ কথা বলেছ। তুমি কি সেই মহান ব্যক্তিত্বকে অপছন্দ করছ, যার জ্ঞানকে নবীয়ে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সম্মান করতেন এবং নিঃসন্দেহে হুযুরে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে (অর্থাৎ হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে) ইরশাদ করেছেন: আমার সাথে তোমার সেই সম্পর্ক, যা হারুন صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর ছিল, তবে لَا نَبِیَّ بَعۡدِیۡ অর্থাৎ আমার পরে কোনো নবী নেই। **(ফাযাইলুস সাহাবা লি-ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, পৃষ্ঠা ৮৪০, হাদীস: ১১৫৩)**

آلِ اَطہار کے میں گیت ہمیشہ گاؤں　　خوش رہے مجھ سے تری آل مدینے والے

আলে আতহার কে মে গীত হামেশা গাওঁ
খুশ রাহে মুঝ সে তেরী আল মদীনে ওয়ালে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　❀❀❀　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বায়ত! নিঃসন্দেহে সাহাবা ও আহলে বায়ত عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর সম্মান ও শ্রদ্ধা আমাদের দ্বীন ও ঈমানের অংশ এবং এই মনীষীদের গোলামী উভয় জগতের জন্য সৌভাগ্যের মাধ্যম। এই মনীষীরা আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী, মাক্কী মাদানী,

মুহাম্মদে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নয়নের মণি। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার তৌফিক দান করুক।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

آل و اَصحاب نبی سب بادشہ ہیں بادشاہ
میں فقط اَدنیٰ گدا اصحاب و اہلِ بیت کا
میری جھولی میں نہ کیوں ہوں دو جہاں کی نعمتیں
میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب و اہلِ بیت کا

আল ও আসহাবে নবী সব বাদশাহ হে বাদশাহ
মে ফকত আদনা গাদা আসহাব ও আহলে বায়ত কা
মেরী ঝুলি মে না কিউঁ হো দো-জাহাঁ কি নেয়মতেঁ
মে হুঁ মাঙ্গতা মে গাদা আসহাব ও আহলে বায়ত কা

(ওয়াসাইলে ফিরদৌস, পৃষ্ঠা ৩৫)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শান, সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মুবারক এর মুখে

মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর দরবারে একজন ব্যক্তি আরয করলেন: হযরতে আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উত্তম নাকি হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ? তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বললেন: আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে (জিহাদে) হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ঘোড়ার নাকে প্রবেশ করা ধুলোও (অর্থাৎ মাটি) হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর চেয়ে উত্তম।

(কিতাবুস শরীয়ত লিল আজরি, ৫/২৪৬৬)

তাবেয়ীর তুলনা কিভাবে সাহাবীর সাথে

হযরত মু'আফা ইবনে ইমরান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে প্রশ্ন করা হল: হযরত আমীর মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উত্তম নাকি হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ? এই প্রশ্ন শুনে তিনি রাগান্বিত হয়ে গেলেন এবং প্রশ্নকারীকে বললেন: তুমি কি একজন নবীর সাহাবীকে তাবেয়ীর মতো বানিয়ে করছ? হযরত আমীর মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তো নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাহাবী, শ্বশুরালী আত্মীয়, ওহী লেখক এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে প্রদত্ত ওহীর আমিন (অর্থাৎ আমানতদার)। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬/৬৪৩)

অর্থাৎ হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এতই বিশ্বস্ত সাহাবী ছিলেন আর তুমি একজন তাবেয়ীর সাথে তুলনা করছ আর আসলেই এটাই বাস্তবতা যে, যত বড় তাবেয়ী বা ওলী হোক না কেন, কখনো কোনো সাহাবীর মর্যাদা লাভ করতে পারে না।

"সাহাবী" ও "তাবেয়ী" কাকে বলে?

হযরত আল্লামা হাফিয ইবনে হাজর আসকালানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: যেই সৌভাগ্যবানরা ঈমানের অবস্থায় আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী, রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং ঈমানের উপরই তাঁদের ইন্তিকালও হয়েছে, সেই সৌভাগ্যবানদের সাহাবী বলা হয়।

(নুযহাতুন নাযার ফী তওযীহি নুখবাতিল ফিকর, পৃষ্ঠা-১১১)

"তাবেয়ী" হলেন ঐ সকল বুযুর্গরা, যাঁরা ঈমানের অবস্থায় কোনো সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং তাঁদের ঈমানের উপরই ইন্তিকাল হয়েছে। (নুযহাতুন নাযার ফী তওযীহি নুখবাতিল ফিকর, পৃষ্ঠা-১১৩)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সবদিক থেকে ফযিলত প্রমাণিত

হযরত আল্লামা আব্দুল আযীয পারহারভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাঁর "আন নিবরাস" কিতাবে লিখেন: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একজন সম্মানিত সাহাবী। যদি তাঁকে ছোট সাহাবীও ধরা হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে তাঁর ফযিলত সেই সমস্ত মুবারক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, যা সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এর শানে বর্ণিত হয়েছে। আর তিনি তো ঐ মহান সাহাবী যে, বিশেষভাবে তাঁর সম্পর্কে হাদীসও বিদ্যমান রয়েছে, যেমনটি আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَللّٰھُمَّ اجۡعَلۡہُ ھَادِیًا مَھۡدِیًّا،وَاھۡدِ بِہٖ" অর্থাৎ হে আল্লাহ পাক! মুয়াবিয়াকে হাদী (অর্থাৎ হেদায়েত দানকারী) এবং মাহদী (অর্থাৎ হেদায়েতপ্রাপ্ত) বানিয়ে দাও এবং তার মাধ্যমে মানুষদেরকে হেদায়েত দাও। (তিরমিযী, ৫/৪৫৫, হাদীস: ৩৮৬৮) অন্য এক জায়গায় রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হে আল্লাহ পাক! মুয়াবিয়াকে কিতাবের জ্ঞান ও হিসাব শেখাও এবং তাকে আযাব থেকে বাঁচাও! (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৯/৫৯৪, হাদীস: ১৫৯১৭। আন নিবরাস, পৃষ্ঠা-৩৩০)

خائفِ کبریا حضرتِ معاوِیہ
عاشقِ مصطفےٰ حضرتِ معاوِیہ

زاہد و پارسا حضرتِ معاوِیہ
صاحبِ اِتّقا حضرتِ معاوِیہ

ہو کرم ہو عطا حضرتِ معاوِیہ
خاتمہ ہو بَھلا حضرتِ معاوِیہ

خوب رُو خوش اَدا حضرتِ معاوِیہ
خوش نُما خوش لِقا حضرتِ معاوِیہ

مُخلِص و باوَفا حضرتِ معاوِیہ
با عمل بے ریا حضرتِ معاوِیہ

ہم دَمِ باوَفا حضرتِ معاوِیہ
بااَدب باحیا حضرتِ معاوِیہ

جنّتی بے شُبہ حضرتِ معاوِیہ
باخدا باصَفا حضرتِ معاوِیہ

আশিকে মুস্তফা - হযরতে মুয়াবিয়া
খায়িফে কিবরিয়া - হযরতে মুয়াবিয়া
সাহিবে ইত্তিকা - হযরতে মুয়াবিয়া
যাহিদ ও পারসা - হযরতে মুয়াবিয়া
খাতেমা হো বালা - হযরতে মুয়াবিয়া
হো করম হো আতা - হযরতে মুয়াবিয়া
খুশ নুমা ও খুশ লিকা - হযরতে মুয়াবিয়া
খুব রু ও খুশ আদা - হযরতে মুয়াবিয়া
বাআমল বেরিয়া - হযরতে মুয়াবিয়া
মুখলিস ও বাওয়াফা - হযরতে মুয়াবিয়া
বাআদব বাহায়া - হযরতে মুয়াবিয়া
হাম দমে বাওয়াফা - হযরতে মুয়াবিয়া
বাখোদা বাসাফা - হযরতে মুয়াবিয়া
জান্নাতী বেশুবা - হযরতে মুয়াবিয়া

(ওয়াসাইলে ফিরদৌস, পৃষ্ঠা ৫৭)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❁❁❁ صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان সম্পর্কে আকীদা

সিয়ালভী সিলসিলার মহান বুযুর্গ হযরত খাজা শামসুদ্দীন সিয়ালভী رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ বলেন: যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এর ব্যাপারে বিশ্বাস (অর্থাৎ আক্বিদা) সঠিক না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান পরিপূর্ণ (Complete) হয় না। (মিরাতুল আশিকীন (অনুবাদিত), পৃষ্ঠা-১৮৩)

اے خدائے مصطفٰی! ایمان پر ہو خاتمہ
مغفِرت کر! واسطہ اَصحاب و اہلِ بیت کا
یااِلٰہی! شکریہ عطّار کو تو نے کیا
شعر گو، مِدحَت سَرا اصحاب و اہلِ بیت کا

এ্যয় খোদায়ে মুস্তফা! ঈমান পর হো খাতেমা
মাগফিরাত কর! ওয়াস্তা আসহাব ও আহলে বায়ত কা
ইয়া ইলাহী! শুকরিয়া আত্তার কো তু নে কিয়া
শের গো, মিদহাতে সারা আসহাব ও আহলে বায়ত কা

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❁❁❁ صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর বিরুদ্ধে একটি শব্দ

গাযালীয়ে জামান হযরত আল্লামা সৈয়দ আহমদ সাঈদ কাযমী শাহ সাহেব رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ বলেন: আমি হযরতে আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর বিরুদ্ধে একটি শব্দও কল্পনা করতে পারি না এবং মুখ দিয়ে বলাও জায়িয মনে করি না। তিনি হলেন সাহাবীয়ে রাসূল। (খুতবাতে কাযেমী, ৩/৩০০) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

খাজা গোলাম ফরীদ رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ এর বাণী

কোট মিটঠন শরীফের প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হযরত খাজা গোলাম ফরীদ رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ বলেন: হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ মুত্তাকী (অর্থাৎ পরহেযগার) এবং বিশিষ্ট (অর্থাৎ বড়) সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর প্রতি বিদ্বেষ ও হিংসা পোষণ করা এবং কু-ধারণা করা পুরোপুরি দুর্ভাগ্য।

(ইশারাতে ফরীদি আল মারুফ বাকামিসুল মাজালিস, পৃষ্ঠা-১০১৬)

সাহাবা ও আহলে বায়ত عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর ব্যাপারে আমীরে আহলে সুন্নাতের মাদানী চিন্তাধারা

আল্লাহ পাক হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর প্রতি কোটি কোটি রহমত বর্ষণ করুক এবং আমাদেরকে তাঁর প্রতি আরও ভালোবাসা রাখার তৌফিক দান করুক। আহ! আমরা যেন সকল সাহাবী ও আহলে বায়ত رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ এর ভালোবাসায় পরিপূর্ণ থাকি, আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে সাহাবী ও আহলে বাযতের দিওয়ানা বানিয়ে দিক। আমরা যেন কখনোই তাঁদের সম্পর্কে কোনো দুর্বল বাক্য না বলি এবং না শুনি।

যদি কোনো ব্যক্তি ভালো ভালো কথা বলছে কিন্তু জানা আছে যে, অমুক সাহাবী, যেমন; হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ব্যাপারে সেই ব্যক্তির আকীদা দুর্বল বা সে তাঁর مَعَاذَ الله সমালোচনা করে, তবে এরূপ ব্যক্তির ভালো কথাগুলোও শুনবো না, কেননা এমন লোকদের বয়ান শোনা হারাম। আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর এ বিষয়ে ফতোয়া বিদ্যমান। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه আমরা সাহাবায়ে কিরাম ও আহলে বায়ত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর গোলাম, বরং তাঁদের গোলামদের গোলামদের গোলামদেরও গোলাম। সাহাবা ও আহলে বায়ত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ আমাদের মাথার মুকুট।

মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপহার

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কীরূপ শান যে, তিনি প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ওযু করাতেন। যেমনটি ওহী লেখক হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অন্তিম মুহুর্তে যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন, বলতে লাগলেন: আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ওযু করাতাম। একদিন আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন: আমি কি তোমাকে জামা পরাব না? আমি আরয করলাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান! কেন নয়! তখন হুযূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের মুবারক শরীর থেকে জামা খুলে আমাকে পরিয়ে দিলেন। আমি তা সযত্নে রেখে দিলাম আর প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের মুবারক নখ (Nail) কাটলেন (অর্থাৎ নিজের মুবারক আঙ্গুল থেকে আলাদা করলেন) তখন আমি তা একটি শিশিতে করে সযত্নে রেখে দিলাম। (হযরত আমীরে মুয়াবিয়া মজলিসে উপস্থিতদেরকে বললেন:) যখন আমার ইন্তিকাল হয়ে যাবে, তখন

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই মুবারক জামাটি আমার শরীরের সাথে রেখে দিও এবং এই মুবারক নখগুলো গুঁড়ো করে আমার চোখে রেখে দিও। হয়তো আল্লাহ পাক এই তাবাররুকগুলোর বরকতে আমার প্রতি দয়া করবেন। (তারিখে ইবনে আসাকির, ৫৯/২২৭)

তাবাররুক কাকে বলে?

سُبۡحٰنَ الله ! জানা গেল যে, তাবাররুক থেকে বরকত অর্জন করা সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর পদ্ধতি ছিল। এটা কোনো নতুন বিষয় নয়। তাবুতে সাকিনার উল্লেখ কুরআনে করীমে রয়েছে, তা ছিল তাবাররুকের সমষ্টি। তা তুলে নিয়ে যাওয়া হত এবং এর বরকতে যুদ্ধ জয় হতো।

কোনো নবী, সাহাবী, ওলী বা কোনো মুবারক স্থানের সাথে যে জিনিসের সম্পর্ক হয়ে যায়, তাকে তাবাররুক (অর্থাৎ বরকতময়) বলা হয়। যেমন; মদীনা পাকের খেজুর এবং সেখানকার তাসবীহ ইত্যাদি। আ'বে যমযম মক্কায়ে পাকের বিশেষ তাবাররুক। কোনো বুযুর্গের ঈসালে সাওয়াবের জন্য যে নিয়ায বিতরণ করা হয়, তা সেই বুযুর্গের সাথে সম্পর্কের কারণে তাবাররুক বলা হয়। না'ত মাহফিল এবং অন্যান্য কল্যাণের মজলিসে এবং যিকিরের মজলিসে যে শিরিনী বিতরণ করা হয়, তাকেও আমরা তাবাররুক বলি, কারণ এগুলো সম্পর্কযুক্ত বিষয়।

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শেষ বাক্য

সাহাবীয়ে নবী, ওহী লেখক হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অন্তিম মুহুর্তে তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে কিছুটা এভাবে নেকীর

দাওয়াত দিলেন: “আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাকো, কেননা যে তাঁকে ভয় করে, আল্লাহ পাক তাকে নিজের আমানতে (অর্থাৎ হেফাজতে) রাখেন আর যে তাঁকে ভয় করে না, তার জন্য কোনো আশ্রয়স্থল নেই।” (অর্থাৎ যে আল্লাহকে ভয় করে না, তার কোনো নিরাপত্তার অবস্থা নেই, সে ধ্বংসপ্রাপ্ত, ব্যস এই বাক্যটি তিনি বললেন) এটা বলেই তিনি ইন্তিকাল করলেন। (আল কামিলু ফিত তারিখ, ৩/৩৭০)

আল্লাহু আকবার! সাহাবীয়ে নবী, ওহী লেখক হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দুনিয়া থেকে যাওয়ার সময়ও নেকীর দাওয়াত দিয়ে গেলেন। তাঁর ইন্তিকাল শরীফ সিরিয়ার বিখ্যাত শহর “দামেশক”-এ ৭৮ বছর বয়সে বৃহস্পতিবার রজব মাসে ৬০ হিজরীতে হয়েছিল।

(ফয়যানে আমীরে মুয়াবিয়া, পৃষ্ঠা-২৪৬)

صحابہ کا گدا ہوں اور اہلِ بیت کا خادِم   یہ سب ہے آپ ہی کی تو عِنایت یا رسولَ اللہ

সাহাবা কা গাদা হুঁ আউর আহলে বায়ত কা খাদিম
ইয়ে সব হে আ'প হি কি ইনায়াত ইয়া রাসূলাল্লাহ

(ওয়াসাইলে বখশিশ, পৃষ্ঠা-৩৩০)

ہر صحابیِ نبی! جنّتی جنّتی   سب صحابیات بھی! جنّتی جنّتی
چار یارانِ نبی جنّتی جنّتی   حضرتِ صدّیق بھی جنّتی جنّتی
اور عمر فاروق بھی جنّتی جنّتی   عثمان غنی جنّتی جنّتی
فاطمہ اور علی جنّتی جنّتی   ہیں حَسن حُسین بھی جنّتی جنّتی
والدینِ نبی جنّتی جنّتی   ہر زوجۂ نبی جنّتی جنّتی
اور ابوسُفیان بھی جنّتی جنّتی   ہیں معاویہ بھی جنّتی جنّتی

www.dawateislami.net

হার সাহাবীয়ে নবী! - জান্নাতী জান্নাতী
সব সাহাবিয়াত ভী! - জান্নাতী জান্নাতী
চার ইয়ারানে নবী! - জান্নাতী জান্নাতী
হযরতে সিদ্দীক ভী! - জান্নাতী জান্নাতী
আউর ওমর ফারুক ভী! - জান্নাতী জান্নাতী
উসমানে গণী! - জান্নাতী জান্নাতী
ফাতিমা আউর আলী! - জান্নাতী জান্নাতী
হে হাসান হুসাইন ভী! - জান্নাতী জান্নাতী
ওয়ালেদাইনে নবী! - জান্নাতী জান্নাতী
হার যাওজায়ে নবী! - জান্নাতী জান্নাতী
আউর আবু সুফিয়ান ভী! - জান্নাতী জান্নাতী
হে মুয়াবিয়া ভী! - জান্নাতী জান্নাতী

(ওয়াসাইলে ফিরদৌস, পৃষ্ঠা-৫৩)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ✿✿✿ صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُهُمُ الۡعَالِیَه এর মনের ব্যথা

জ্ঞানের অভাবে বা অন্য কোনো কারণে কিছু লোক হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰه عَنۡهُ এর ব্যাপারে বিতর্ক করতে থাকে এবং ওলামায়ে হক হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰه عَنۡهُ এর পক্ষে সাফাই দিতে থাকেন। مَعَاذَ اللّٰه আজও এমন লোক পাওয়া যায়, যারা কেবল ঐতিহাসিক ঘটনাকে ভিত্তি করে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰه عَنۡهُ কে খারাপ বলে থাকে, অথচ একজন দ্বীনি শিক্ষার্থীও জানে যে, কুরআন ও হাদীসের মোকাবেলায় ইতিহাস আনা যায় না।

আমার (অর্থাৎ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُهُمُ الۡعَالِیَه এর) এমন লোকদের জন্য দয়া হয় যে, কিয়ামতের দিন তারা প্রিয় নবী, রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কীভাবে মুখ দেখাবে, যাঁকে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ওহী লেখক বানিয়েছেন, যাঁর লেখার উপর বিশ্বাস করেছেন, তাঁর পেছনে লেগেছে, যদিও কাতিবে ওহী (অর্থাৎ ওহী লেখক) একজনই ছিলেন না, আরও সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡهِمُ الرِّضۡوَان ছিলেন, কুরআনুল করীম লিপিবদ্ধকরণে

www.dawateislami.net

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللہُ عَنْهُ এরও অবদান রয়েছে। আমরা সবাই তাঁর লেখা ওহী পড়ি। এমন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব যে, যাঁর লেখা কুরআন উম্মত গ্রহণ করেছে, তাঁর উপর পুরো উম্মতের আস্থা রয়েছে। তাঁর সম্পর্কে লোকেরা বলে যে, তিনি এজিদের পিতা ছিলেন। এখন এমন লোকেরা হযরত নূহ عَلَیْهِ السَّلَام সম্পর্কে কী বলবে? তাঁরও একজন ছেলে ছিল। কুরআন বলেছে যে, সে তোমার ছেলেই নয়। যখন মহাপ্লাবন এল, তখন সেই ছেলে বলতে লাগল যে, আমি পাহাড়ে উঠে নিজেকে বাঁচাব। অতঃপর পাহাড়ে উঠে গুহায় লুকিয়ে পড়ল। পানি সেখানে পৌঁছল এবং সেখানেই তাকে ডুবিয়ে দিল। এমতাবস্থায় مَعَاذَ الله কেউ হযরত নূহ عَلَیْهِ السَّلَام কে বললো যে, তাকে প্রশিক্ষণ কেন দেয়া হয়নি? مَعَاذَ الله সুতরাং যদি ছেলে খারাপ হয় তবে তার কারণে বাবাকে খারাপ বলা তাওবা اَسْتَغْفِرُ الله।

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللہُ عَنْهُ এর ছেলে অবশ্যই এজিদ ছিল, কিন্তু অপবিত্র ও অযোগ্য ছিল, আমরা এজিদকে ভালো বলি না। তবে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللہُ عَنْهُ কে কিছু বলা যাবে না, বরং তাঁর মর্যাদা বর্ণনা করতে হবে। আমরা হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللہُ عَنْهُ কে মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী رَضِیَ اللہُ عَنْهُ এর চেয়ে উত্তম মনে করি না।

মাওলা আলী رَضِیَ اللہُ عَنْهُ যুদ্ধে সঠিক পথে ছিলেন

মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা, মাওলা আলী এবং হযরত আমীর মুয়াবিয়া رَضِیَ اللہُ عَنْهُمَا এর মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষেই সাহাবী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কারো শত্রু ছিলেন না, কেউ কারো প্রতি

বিদ্বেষ পোষণ করতেন না এবং উভয় পক্ষের যারা নিহত হয়েছিলেন, তারা শহীদ ছিলেন। কিন্তু হযরত আলী رَضِیَ اللہُ عَنْہُ এই যুদ্ধে সঠিক পথে ছিলেন এবং হযরত আমীর মুয়াবিয়া رَضِیَ اللہُ عَنْہُ ভুল পথে ছিলেন, কিন্তু এই ভুল ছিল ইজতিহাদী, কারণ তাঁরা মুজতাহিদ ছিলেন। মুজতাহিদ অনেক বড় আলিম হয়ে থাকেন এবং মুজতাহিদরা ভুলের জন্যও একটি সাওয়াব পেয়ে থাকেন আর ইজতিহাদী ভুলকে খারাপ বলা হয় না, অন্যথায় ফিকাহের প্রসিদ্ধ চার ইমাম, যাঁদের মধ্যে ফিকহী মাসআলা (যেমন; নামায ও ওযু ইত্যাদি সম্পর্কিত অনেক আহকাম) নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে, দ্বীনে জ্ঞানধারী ব্যক্তিরা তাঁদের খারাপ বলেন না। একইভাবে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللہُ عَنْہُ এর এই বিষয়ে ইজতিহাদী ভুল হয়েছিল। মাওলা আলী رَضِیَ اللہُ عَنْہُ সঠিক পথে ছিলেন, কিন্তু এই কারণে আমীরে মুয়াবিয়াকে খারাপ বলা ফিসক (অর্থাৎ গুনাহ)। ফাসাদ ফিল ইতিকাদ ফাসাদ ফিল আমল (অর্থাৎ আক্বিদা খারাপ হওয়া আমল খারাপ হওয়ার) চেয়ে বেশি বিপজ্জনক হয়ে থাকে। আমরা আহলে সুন্নাত সাহাবায়ে কিরাম ও পবিত্র আহলে বায়তের বরকতে জান্নাতী। এই বিষয়টি মনে রাখবেন اِنْ شَآءَ اللہ কেউ আপনাকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। নিজের মানসিকতা বানিয়ে নিন!

"ہر صحابیٔ نبی جنّتی جنّتی"

"হার সাহাবীয়ে নবী জান্নাতী জান্নাতী"

এতে হযরত মুয়াবিয়া رَضِیَ اللہُ عَنْہُও অন্তর্ভুক্ত।

মানকাবাত কেন লিখেছি?

আমাকে (অর্থাৎ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ কে) কেউ পরামর্শ দিয়েছিল যে, আপনি হযরত মুয়াবিয়া رَضِیَ اللہُ عَنْہُ এর কোনো

মানকাব্বাত লিখেননি। আমি অনুপ্রাণিত হলাম, ২২শে রজব শরীফে লিখতে শুরু করলাম এবং আমার পংতিগুলো লিখে নিলাম। হযরত আমীর মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর শানে আমার এটিই প্রথম মানকাবাত। যিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন, আল্লাহ তাকেও উত্তম প্রতিদান দিক। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ আমি হযরত আমীর মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কে সাহাবীয়ে নবী হওয়ার কারণে ভালোবাসি, তিনি আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী যে, কুরআনুল করীম আমাদের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তিনিও একটি মাধ্যম ছিলেন। যারা তাঁর সাথে ভিন্নমত পোষণ করে, যারা তাঁকে মানে না, তারা অন্য কুরআন শরীফ কোথা থেকে আনবে? সকল সাহাবায়ে কিরাম (عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এই কুরআনকে মেনে নিয়েছেন, এতে আজও কোনো ধরনের পরিবর্তন হয়নি। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا الذِّکۡرَ وَ اِنَّا لَہٗ لَحٰفِظُوۡنَ ﴿۹﴾

(পারা-১৪, সূরা হিজর: ৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় আমি অবতীর্ণ করেছি এই ক্বুরআন এবং নিশ্চয় আমি নিজেই সেটার সংরক্ষক।

কুরআনে করীমের প্রতিটি হরফের উপর ঈমান আনা আবশ্যক। যে ব্যক্তি একটি হরফও অস্বীকার করে, সে কাফের। আল্লাহ পাক এর হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন। আল্লাহ পাক আমাদের ঈমানকে সুরক্ষিত রাখুক।

মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর প্রতি ভালোবাসা

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ আমি যখন থেকে স্বজ্ঞান হয়েছি, তখন থেকেই আমি মাওলা আলী, বিবি ফাতেমা, হাসানাইন কারীমাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ কে ভালোবাসি।

আল্লাহর কসম! হযরত আলীকে এত ভালোবাসি যে, যদি আমাকে কেটে রক্ত বের হয়, তবে প্রতিটি ফোঁটা আলী আলী বলে ডাকবে।

হযরত আমীর মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ৬টি বাণী

(১) লোকদেরকে বঞ্চিত করা থেকে বিরত থাকো, কারণ এই অভ্যাস মানুষের ভদ্রতা (অর্থাৎ আত্মসম্মান ও লজ্জা) নষ্ট করে দেয় এবং ভদ্র মানুষকে অপমানিত করে। (আনসাবুল আশরাফ, ৫/৩৩)

(২) যে ব্যক্তি অভিজ্ঞতা থেকে উপকার গ্রহণ করে না, সে উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে পারে না। (ইহইয়াউ উলূমুদ্দীন, ৩/২৩০)

(৩) চিন্তা-ভাবনা ও সতর্কতার সাথে কাজ সম্পাদনকারী ব্যক্তি সফল হয়ে থাকে। (তারিখে ইবনে আসাকির, ৫৯/১৮৯)

(৪) যখন মানুষের মন থেকে আল্লাহর ভয় চলে যায়, তখন প্রশংসাকারীরাও তার সমালোচনা করতে শুরু করে।

(আনসাবুল আশরাফ, ৫/৩৬)

(৫) মানুষের জন্য সবচেয়ে ভালো বিষয় হল বুদ্ধি ও ধৈর্য (অর্থাৎ নম্রতা এবং সহনশীলতা)। কারণ এমন ব্যক্তিকে যদি উপদেশ দেওয়া হয়, তবে তা গ্রহণ করে, কিছু পেলে আল্লাহকে ধন্যবাদ জানায়, বিপদে পড়লে ধৈর্য ধরে, রাগ এলে তা দমন করে, প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকলেও ক্ষমা করে দেয় এবং কারো সাথে খারাপ কিছু করলে ক্ষমা চেয়ে নেয়। (আনসাবুল আশরাফ, ৫/৪৬) “খারাপ কিছু করা” অর্থাৎ “ভুলে খারাপ কিছু হয়ে যাওয়া” এর অর্থ এই নয় যে, স্ব-ইচ্ছায় কাউকে মারল এবং সরি বলে নিল। কারো হক নষ্ট হলে, কারো ধাক্কা লাগলে, কনুই লাগলে, মানুষ যেন সাথে সাথে ক্ষমা চেয়ে নেয়। মনে রাখবেন!

মানুষের হক (অর্থাৎ বান্দাদের হক) যদি আমরা দুনিয়াতে ক্ষমা করিয়ে নিই, তাহলেই কল্যাণ রয়েছে, নতুবা আখিরাতে নেকী দিতে হবে। এরপরেও যদি হক আদায় করতে না পারে, তাহলে অপর পক্ষের গুনাহ নিজের কাঁধে নিতে হবে, কিয়ামতের বিষয়টি খুবই গুরুতর। আল্লাহ পাক বিনা হিসেবে ক্ষমা করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মানুষ কখন পরামর্শ দেওয়ার যোগ্য হয়?

(৬)মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মতামত (অর্থাৎ পরামর্শ) দেওয়ার যোগ্য হয় না, যতক্ষণ না তার ধৈর্য (অর্থাৎ নম্রতা, সহনশীলতা এবং সহ্য ক্ষমতা) তার অজ্ঞতার উপর এবং তার ধৈর্য তার ইচ্ছার উপর প্রবল না হয়। আর এই পর্যায়ে মানুষ জ্ঞানের শক্তি ছাড়া পৌঁছতে পারে না।

(ইহইয়াউ উলূমুদ্দীন, ৩/২২০)

হে আশিকানে রাসূল! এই বিষয়টি এভাবে বোঝার চেষ্টা করুন যে, যদি কেউ পরামর্শ দিল এবং সেই পরামর্শ গ্রহণ না করা হয়, যার কারণে তার রাগ এসে গেল এবং বললো যে, আমার পরামর্শ কেন গ্রহণ করা হয়নি? তাহলে আসলে সেই ব্যক্তি পরামর্শ দেওয়ার যোগ্যই নয়। সমাজে এমন অনেক লোক আছে যারা তাদের কথাকে পরামর্শ তো বলে, কিন্তু তা আদেশ মনে করে।

না চাইতেই পরামর্শ দেওয়া

হয়তো আমি অজস্রবার না চাইতেই পরামর্শ পেয়েছি। দাওয়াতে ইসলামীর শুরুতে লোকেরা রাস্তায় থামিয়ে না চাইতেই পরামর্শ দিত।

একবার এক সাহেব আমাকে বললো: অমুক জায়গায় (হয়তো পাঞ্জাবের কোনো শহরের কথা বলেছিলেন যে, সেখানে) দাওয়াতে ইসলামীর কাজের খুব প্রয়োজন, আপনি সেখানে কাফেলা নিয়ে যান! আমি তখন করাচীর খারাদার এলাকার শহীদ মসজিদে ইমামতি করতাম, আমি বললাম: আপনি কি সাথে যাবেন? তখন তিনি বললেন: আমার নিকট সময় নেই। এমন লোক থাকে যাদের শুধু পরামর্শ দেওয়ার সময় থাকে, তাও না চাইতেই।

কাকরী গ্রাউন্ডে (খারাদার, করাচী) যখন ইজতিমা হত, এক ব্যক্তি আমাকে বললো: আপনি ইজতিমা মসজিদের বাইরের দরজায় এর কিছু বাক্স ইত্যাদি দিয়ে কিছু লোককে দাঁড় করিয়ে দিন, যাতে যারাই ইজতিমায় প্রবেশ করতে চাইবে, তবে তারা এক টাকার নোট চাঁদা হিসেবে দেয়। এতে চাঁদাও জমা হবে এবং উপস্থিতির সংখ্যাও জানা যাবে।

এই পরামর্শটি এই কারণেও কার্যকর করা যায়নি যে, দ্বীনি ইজতিমায় প্রবেশ করার জন্য জোর করে কারো কাছ থেকে টাকা নেওয়া শরীয়তসম্মতভাবে জায়িয নয়। যদি আমি এই পরামর্শের উপর আমল করতাম, তাহলে শরীয়ত বিরুধী কাজের পাশাপাশি এটাও হত যে, লোকেরা হৈচৈ করে চলে যেত যে, আমরা ইজতিমায় আসবো না।

অনেক লোক আমাকে লম্বা লম্বা চিঠি লিখে পরামর্শ দিত এবং অনেক আদেশ জারি করত যে, এভাবে করা উচিত বা ওভাবে করুন। যদি আমি অনভিজ্ঞ, রাগী এবং পথচারী প্রত্যেকের পরামর্শ মেনে চলতাম, তাহলে আজ দাওয়াতে ইসলামীর যে কাজ আল্লাহ পাকের রহমতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে, তা হয়তো এতটুকু ছড়াত না এবং মাদানী চ্যানেলের যে বাহার সারা বিশ্বে রয়েছে, তাও থাকত না, কারণ আমার

কাছে আসা অনেক পরামর্শ পরামর্শদাতাদের অভিজ্ঞতা থেকে ভিন্ন ছিল। অথচ আমি যখন আমার কাজ শুরু করি, তখন বুঝতে পারি যে, গ্রাহকদের সাথে কিভাবে ডিল করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ যদি কোনো অনভিজ্ঞ কর্মচারী দোকানের মালিককে বলে যে, গ্রাহকদের সাথে মুখের উপর কথা বলে ডিল করো! তাহলে আপনি বলুন যে, এভাবে গ্রাহকরা কিভাবে সন্তুষ্ট হবে? বরং অভিজ্ঞ দোকানের মালিক গ্রাহকদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য এভাবে কথা বলবে যে, "ভাই সাহেব! প্লিজ! স্যার! জনাব!" ইত্যাদি। আমি এই উদাহরণটি বোঝানোর জন্য দিয়েছি যে, আমার নিজের কাজের অনেক অভিজ্ঞতা ছিল, তবে কিছু লোকের পরামর্শ যা আমার কাছে বোধগম্য ছিল, তা আমি গ্রহণ করতাম। যা হোক, আমরা দ্বীনি কাজ করতে করতে অনেক দেশে পৌঁছে গেছি এবং আল্লাহ পাকের রহমতে প্রিয় নবী صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পেছনে পেছনে اِنۡ شَآءَ اللہ জান্নাতেও যাব।

মানকাবাতে আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ

رب کی ہو تم پہ ہر گھڑی رحمت معاویہ — اور مصطفٰی کی نظرِ عنایت معاویہ

دل میں ہے میرے آپ کی الفت معاویہ — یہ ہے خدا کی مجھ پہ عِنایت معاویہ

مولا علی کا تم نے ہمیشہ اَدب کیا — کرتے رہے علی بھی ہیں شفقت معاویہ

نامِ معاویہ پہ بھی بے جا ہے اعتراض — فرمایا خود نبی نے سَماعت معاویہ

بے شک معاویہ سے ہے بَرتَر علی کی شان — رکھتے نہیں ہیں ان سی فضیلت معاویہ

پَر یہ زباں درازی کی ہرگز نہیں دلیل — ہرگز نہیں ہیں قابلِ نفرت معاویہ

جنگ میں ہوئی حق ہے کہ اِجتہادی خطا — حیدر ہی حق پہ تھے نہ کہ حضرت معاویہ

پَر ہیں صحابہ وعدۂ حسنیٰ میں سب کے سب
حضرت علی ہوں یا کہ ہوں حضرت معاویہ

تو بیڑا ہی پار ہے دونوں جہاں میں اس کا
تم سے ہے جس کو سچی محبّت معاویہ

فضلِ خدا سے وہ نہ جہنم میں جائے گا
ہے دل میں جس کے آپ کی عزّت معاویہ

ہو جائے مجھ کو خیر سے دیدار آپ کا
کھل جائے کاش میری بھی قسمت معاویہ

عشقِ نبی میں کاش میں تڑپا کروں سَدا
حضرت معاویہ ایسی نگاہ کیجئے

سے ایماں پہ موت آئے مدینے میں خیر
یہ حضرت معاویہ سے کر دو دُعا خدا

عطّار کو تمہاری غلامی پہ ناز ہے
محشر میں کام دے گی یہ نسبت معاویہ

রব কি হো তুম পে হার ঘড়ি রহমত মুয়াবিয়া
আউর মুস্তফা কি নযরে এনায়াত মুয়াবিয়া
দিল মে হে মেরে আ'প কি উলফত মুয়াবিয়া
ইয়ে হে খোদা কি মুঝ পে এনায়াত মুয়াবিয়া
মাওলা আলী কা তুম নে হামেশা আদব কিয়া
করতে রাহে আলী ভি হে শফকত মুয়াবিয়া
নামে মুয়াবিয়া ইয়ে ভি জাহে এতেরায
ফরমায়া খুদ নবী নে সামাআত মুয়াবিয়া
বে-শক মুয়াবিয়া সে হে বরতর আলী কি শান
রাখতে নেহী হে উন সি ফযিলত মুয়াবিয়া
পর ইয়ে যবাঁ দরাযী কি হারগিয নেহী দলীল
হারগীয নেহী হে কাবিলে নফরত মুয়াবিয়া
হক হে কেহ ইজিতিহাদী খতা জঙ্গ মে হোয়ি
হায়দার হি হক পে থে না কেহ হযরত মুয়াবিয়া
পর হে সাহাবা ওয়াদায়ে হুসনা মে সব কে সব
হযরত আলী হো ইয়া কেহ হোঁ হযরত মুয়াবিয়া

www.dawateislami.net

দোনোঁ জাহাঁ মে ইস কা তু বেড়া হি পার হে
তুম সে হে জিস কো সাচ্চি মুহাব্বাত মুয়াবিয়া
ফযলে খোদা সে ওহ না জাহান্নাম মে জায়ে গা
হে দিল মে জিস কে আ'প কি ইযযত মুয়াবিয়া
হো জায়ে মুঝ কো খের সে দীদার আ'প কা
খুল জায়ে কাশ মেরী ভি কিসমত মুয়াবিয়া
ইশকে নবী মে কাশ মে তরপা করোঁ সদা
এ্যয়সি নিগাহ কিজিয়ে হযরত মুয়াবিয়া
ঈমাঁ পে মওত আয়ে মদীনে মে খের সে
কর দো দোয়া খোদা সে ইয়ে হযরত মুয়াবিয়া
আত্তার কো তুমহারী গুলামী পে নায হে
মাহশার মে কাম দেগী ইয়ে নিসবত মুয়াবিয়া

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❀❀❀ صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

সূচীপত্র

আত্তারের দোয়াঃ ১
১০০টি চাহিদা পূর্ণ হবে (দরূদ শরীফের ফযিলত) ১
সৈয়দ বাদশাহ'র সিদ্ধান্ত ৩
হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পরিচিতি ৫
মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পরিবারে নাম ৫
পিতা-মাতার ইসলাম গ্রহণ ৬
হযরত! জান্নাতী, জান্নাতী ৭
ইসলামের প্রথম বাদশাহ ৮
ইয়া ইলাহী! আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ভালোবাসায় যেন জীবন ও মরণ নসীব হয় ৮
মুসলমানের সম্মান রক্ষার ফযিলত ১০
মুফতি সাহেবকে অনন্য প্রতিদান দেওয়া হলো ১১
প্রথমেই হযরত মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ফযিলত পড়াতেন ১২
জাহান্নামের হকদার ১৩
মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রশংসা (ঘটনা) ১৫
আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শান, সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মুবারক এর মুখে ১৬
তাবেয়ীর তুলনা কিভাবে সাহাবীর সাথে ১৭
"সাহাবী" ও "তাবেয়ী" কাকে বলে? ১৭
সবদিক থেকে ফযিলত প্রমাণিত ১৮
সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان সম্পর্কে আকীদা ১৯
হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বিরুদ্ধে একটি শব্দ ২০
খাজা গোলাম ফরীদ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর বাণী ২০
সাহাবা ও আহলে বায়ত عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এর ব্যাপারে আমীরে আহলে সুন্নাতের মাদানী চিন্তাধারা ২০
মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপহার ২১
তাবাররুক কাকে বলে? ২২
হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শেষ বাক্য ২২
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর মনের ব্যথা ২৪
মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যুদ্ধে সঠিক পথে ছিলেন ২৫
মানকাবাত কেন লিখেছি? ২৬
মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি ভালোবাসা ২৭
হযরত আমীর মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ৬টি বাণী ২৮
মানুষ কখন পরামর্শ দেওয়ার যোগ্য হয়? ২৯
না চাইতেই পরামর্শ দেওয়া ২৯
মানকাবাতে আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ৩১

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

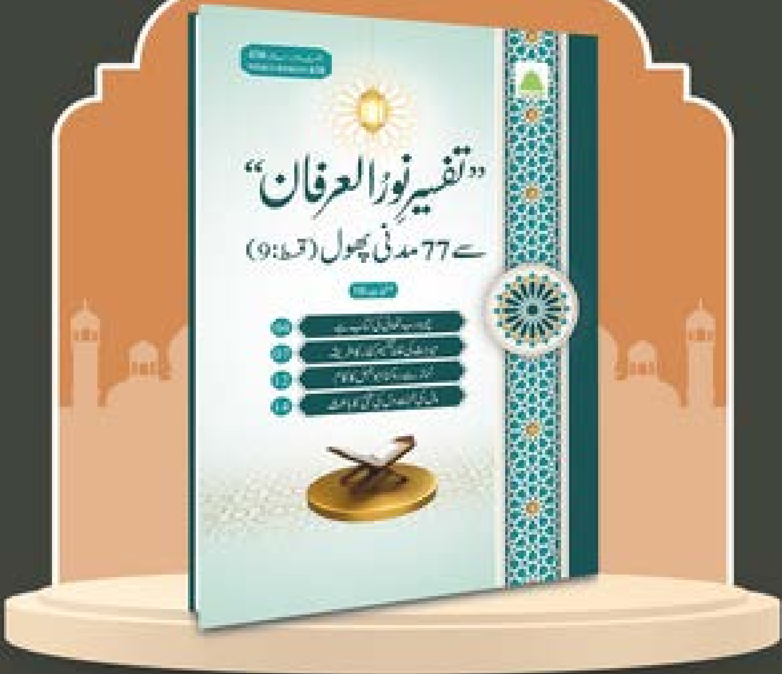

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net